WEST BENGAL STATE UNIVERSITY

B.A. Honours Part-III Examination, 2019

বাংলা

পঞ্চম পত্র

DINABANDHU MAHAVIDYALAYA
Estd.-1947
CENTRAL LIBRARY

সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।
পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে উত্তর করিবে।

১। গীতিকবিতা কাকে বলে ? আখ্যান কাব্যের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য কোথায় ? গীতিকবিতার শ্রেণীকরণ করো। বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকবির রচনানৈপুণ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪+৪+৪+৮

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো *দুটি* বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করোঃ ১০+১০

(ক) পত্রকাব্য, (খ) গাথাকাব্য, (গ) সনেট

২। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা কী অর্থে বীরাঙ্গনা, তা অন্তত গ্রন্থভুক্ত দুটি চরিত্র অবলম্বনে সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৮+৮

অথবা

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় উনিশ শতকীয় নবচেতনার যুক্তিবাদ ও চিরায়ত জননীর বাৎসল্য সমন্বিত হয়ে কীভাবে শিল্প-সার্থকতা লাভ করেছে, পর্যালোচনা করো। ১৬

৩। 'সোনারতরী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা – বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।" – স্রষ্টার এই উক্তির আলোকে 'সোনারতরী'-র পাঠ্য কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করো। ১৬

অথবা

পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মূল ভাবসত্য। — মন্তব্যটির যথার্থতা নির্দেশ করো। ১৬

৪। 'সঞ্চিতা' কাব্যের পাঠ্য কবিতাগুলিতে কাজী নজরুল ইসলামের রোমান্টিক সত্তা ও মানবতাবোধের পরিচয় দাও। ১৬

অথবা

"নানা বিরোধী ভাবের সমাবেশ হওয়ায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যথেষ্ট শিল্প-সার্থকতা পায়নি" – এই মন্তব্য সম্পর্কে তোমার অভিমত বিশ্লেষণ করো। ১৬

৫। কল্লোল যুগের রবীন্দ্র-বিরোধী পটভূমিতে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র তর্পণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করো। ১৬

অথবা

'ঘিরছে আঁধার আমার দীপক
রাগিনীটি জাগিয়ে নি' ২+১৪

— কোন কবির কোন কবিতার অংশ ? এই কবিতায় আশাবাদের যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, তা আলোচনা করো।

৬। উদ্ধৃতাংশের কাব্যশৈলী বিচার করোঃ ১৬

সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে হ'ল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল – মিটিল না সাধ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,
এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।
আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস যামিনী
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে।।

অথবা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ ১৬
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

——×——